পিকেএসএফ পরিক্রমা

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৬ খ্রি: ◤ আষাঢ়-আশ্বিন ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

জলবায়ু সহনশীল বাড়ি উপকূলের মানুষের জীবনে জাগাচ্ছে নিরাপত্তা ও নতুন আশার আলো, দুর্যোগে নিজের পরিবারের পাশাপাশি প্রতিবেশীদেরও আশ্রয় দিয়ে হয়ে উঠছে ভরসার ঠিকানা।

বিস্তারিত: পৃষ্ঠা ০৮-০৯



পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন-১, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

pksf.org.bd +৮৮-০২২২২২১৮৩১-৩৩ +৮৮-০২২২২২১৮৩৪১ facebook.com/pksf.org.bd

মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ, সৌরবিদ্যুতসহ বিভিন্ন খাতে প্রায় ৭,৩৪০ কোটি টাকার ঋণ সহায়তা দিবে পিকেএসএফ



নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার সম্প্রসারণ, কুটির ও মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ খাতে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি এবং স্যানিটেশন ও অতিদরিদ্রদের জন্য প্রায় ৭,৩৪০ কোটি টাকা অর্থায়নের উদ্যোগ নিয়েছে পিকেএসএফ। এর মধ্যে ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ সম্প্রসারণে ৫০০ কোটি টাকা দেওয়া হবে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর পিকেএসএফ ভবন-১-এ অনুষ্ঠিত পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সভায় এসব অর্থায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদেরসহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্য নূরুন নাহার, ফারজানা চৌধুরী, ড. মোঃ তৌফিকুল ইসলাম, ও লীলা রশিদ, পিএইচডি উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে ঘোষিত কুটির ও মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ খাতে উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য ৫,০০০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়।

মাঠপর্যায়ে প্রযুক্তিনির্ভর কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ, ম্যানুফ্যাকচারিং, সেবা এবং বিভিন্ন ভ্যালু চেইনভিত্তিক কার্যক্রমে এ অর্থায়ন করা হবে। এর মাধ্যমে স্বল্পআয়ের জনগোষ্ঠীর দক্ষতা ও উৎপাদন সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে নতুন উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির লক্ষ্য রয়েছে।

ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন সম্প্রসারণে ৫০০ কোটি টাকার সরকারি বরাদ্দের ভিত্তিতে পিকেএসএফ একটি বিশেষায়িত অর্থায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ অর্থায়নের আওতায় সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে ৬% সুদে ঋণ বিতরণের জন্য একটি ঋণ নীতিমালা অনুমোদন করেছে পরিচালনা পর্ষদ। এছাড়া, পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলোর অনুকূলে ক্লাস্টারভিত্তিক মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ, সাধারণ সেবা, অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী ও কৃষিসহ বিভিন্ন খাতে প্রায় ১,৮৪০ কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করা হয়েছে।

৫,০০০ কোটি টাকা

কুটির ও মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ খাতে উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য ঋণ

৫০০ কোটি টাকা

বরাদ্দের ভিত্তিতে ছাদভিত্তিক সৌরবিদ্যুৎ সম্প্রসারণে কার্যক্রম গ্রহণ

১,৮৪০ কোটি টাকা

ক্লাস্টারভিত্তিক মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ, সাধারণ সেবা, অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী ও কৃষিসহ বিভিন্ন খাতে ঋণ







২ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য
বাংলাদেশ ব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর মধ্যে ৫ হাজার কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষর



দেশের লক্ষিত মাইক্রোএন্টারপ্রাইজসমূহে বর্ধিত অর্থায়নের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর মধ্যে ৫ হাজার কোটি টাকার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকার বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনে ১৯ আগস্ট এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ড. মোঃ কবির আহাম্মদ ও মোঃ আনিছুর রহমান, পরিচালক (এসএমই এন্ড এসপিডি) নওশাদ মোস্তাফা এবং পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আকন্দ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম ও সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান।

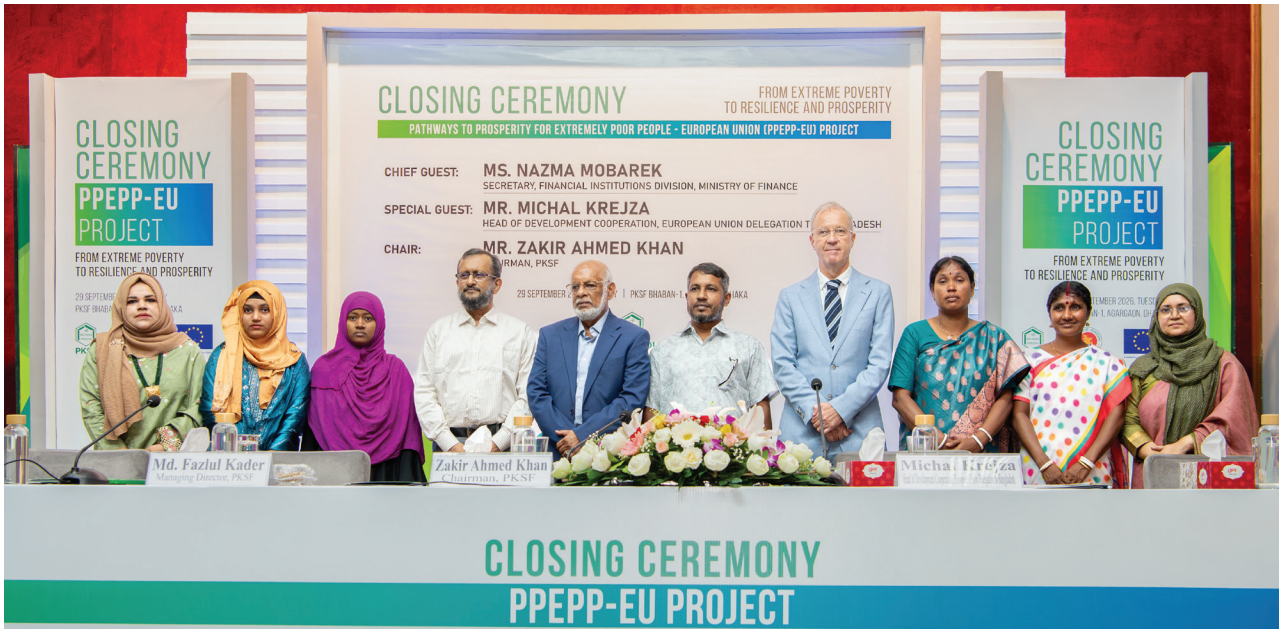
দেশের কর্মসংস্থান বেগবান করার লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে বিশেষায়িত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ২৩ মে বাংলাদেশ ব্যাংক ৫ হাজার কোটি টাকার এ বিশেষ প্রণোদনা তহবিল ঘোষণা করে। এ তহবিল ব্যবহার করে দেশব্যাপী বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়নের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে পিকেএসএফ। এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো লক্ষিত মাইক্রোএন্টারপ্রাইজসমূহে বর্ধিত অর্থায়ন নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ খাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। এ লক্ষ্যে কর্মসূচিটি মূলত তিনটি মূল উপাদানের -- আর্থিক পরিষেবা প্রদান, ব্যবসাগুচ্ছভিত্তিক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন -- সমন্বয়ে বাস্তবায়িত হবে। মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ খাতে ২ লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য পিকেএসএফ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠা সম্ভাবনাময় ব্যবসাগুচ্ছসমূহের বিকাশে কাজ করবে।

মাঠপর্যায়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ ও প্রাপ্ত অর্থের সর্বোত্তম ফলাফল নিশ্চিত করতে প্রণোদনা তহবিলটি আবর্তক তহবিল (revolving fund) হিসেবে পরিচালিত হবে। এর ফলে অর্থের ধারাবাহিক প্রবাহ বজায় থাকবে, যা দেশের মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ খাতকে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম চালিকাশক্তিতে রূপান্তর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।



প্রচলিত ব্যবসার সঙ্গে ডিজিটাল প্রযুক্তি ও আর্থিক সেবাপ্রাপ্তির সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক সক্ষমতা বৃদ্ধি করছে পিকেএসএফ।

পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের মাধ্যমে ২.১৫ লক্ষ অতিদরিদ্র পরিবারের জীবন ও জীবিকায় টেকসই পরিবর্তন



দেশের জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ ও দুর্গম এলাকার অতিদরিদ্র মানুষের আয়, সম্পদ, পুষ্টি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং অভিঘাত মোকাবিলার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে পিকেএসএফ-এর পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল-ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (পিপিইপিপি-ইইউ) প্রকল্প। জীবিকা, দক্ষতা, অর্থায়ন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জলবায়ু সহনশীলতাকে সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত পরিবারগুলোর অতিদারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে এবং শিশুদের খর্বাকৃতি হওয়ার হার অর্ধেকেরও বেশি হ্রাস পেয়েছে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অর্থায়নে বাস্তবায়িত চার বছর মেয়াদি (অক্টোবর ২০২২-সেপ্টেম্বর ২০২৬) পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তারা এ মন্তব্য করেন। ২৯ সেপ্টেম্বর পিকেএসএফ ভবন-১-এ পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের হেড অব ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেশন Michal Krejza এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। অনুষ্ঠানে প্রকল্প বিষয়ক উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক এবং পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্প পরিচালক সেলিনা শরীফ। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক-এর বক্তব্য পড়ে শোনানো হয়।

নাজমা মোবারেক-এর বক্তব্যে বলা হয় যে, অতিদারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক বাস্তবতা; এটি শুধু আয় বা সম্পদের ঘাটতি নয়। "পিপিইপিপি-ইইউ থেকে পাওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো- দারিদ্র্য নিরসনের চূড়ান্ত লক্ষ্য সহায়তার ওপর নির্ভরশীলতা নয়, বরং সক্ষমতা ও স্বাবলম্বিতা। আর্থিক সহায়তা, দক্ষতা, বাজারসংযোগ, স্বাস্থ্য-পুষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা ও জলবায়ু সহনশীলতাকে সমন্বিতভাবে কাজে লাগাতে পারলে একজন অতিদরিদ্র মানুষও ধীরে ধীরে উৎপাদক, উদ্যোক্তা ও অর্থনীতির সক্রিয় অংশীদারে পরিণত হতে পারেন।" বিশেষ অতিথি Michal Krejza প্রকল্পটিতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অবদানের কথা তুলে ধরেন এবং অর্জিত সাফল্য ও ফলাফলকে এগিয়ে নেয়ার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, "কোনো প্রকল্পের অর্থায়ন শেষ হয়ে গেলেই প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ হয়ে যাওয়া উচিত নয়। প্রকল্পের সাফল্যের মূল মাপকাঠি হলো– উপকারভোগী পরিবারগুলো যে অগ্রগতি অর্জন করেছে, তা তারা ধরে রাখতে পারছে কি না; তাদের ব্যবসা ও জীবিকা আরও বিকশিত হচ্ছে কি না; তাদের সম্পদ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না; এবং তাদের সন্তানরা আগের তুলনায় ভালো পুষ্টি পাচ্ছে কি না তার ওপর।"

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান বলেন, "পিপিইপিপি-ইইউ-এর সবচেয়ে বড় অর্জন শুধু প্রকল্পের নির্দিষ্ট ফলাফলে নয়; বরং মানুষের সক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করে তাদের নিজেদের উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার মধ্যে নিহিত।" তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, অতিদরিদ্র সদস্যদের ঋণ গ্রহণের উপযুক্ততা নিয়ে অনেক প্রশ্ন ছিল। কিন্তু এ প্রকল্প প্রমাণ করেছে উপযুক্ত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে অতিদরিদ্রদের ঋণ গ্রহণের সক্ষমতা সৃষ্টি করা যায়, যা দীর্ঘমেয়াদে টেকসই দারিদ্র্য হ্রাসকরণে ভূমিকা রাখবে। তিনি জানান, প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটলেও পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাসমূহের নিয়মিত কর্মসূচির মাধ্যমে প্রকল্পের সদস্যরা মূলধারার আর্থিক সেবা পেতে থাকবেন এবং প্রকল্পের অভিজ্ঞতা পিকেএসএফ-এর ভবিষ্যৎ কর্মসূচি প্রণয়নে কাজে লাগানো হবে।

স্বাগত বক্তব্যে মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, গত চার বছরে প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত অতিদরিদ্র খানার তিন-চতুর্থাংশের অধিক দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করেছে এবং এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ২২.৮১ মিলিয়ন ইউরো অনুদানের পাশাপাশি পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত পরিবারগুলোর মধ্যে প্রায় ৩,২১৭ কোটি টাকা সহজ শর্তের ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, "আমরা দেখেছি, অতিদরিদ্র মানুষকে শুধু সাহায্য দিলে তাদের সমস্যা সাময়িকভাবে মেটে কিন্তু তাদের সক্ষম করে তুললে এবং সুযোগ তৈরি করে দিলে তারা নিজেরাই নিজেদের জীবন বদলে দিতে পারে। এ প্রকল্পের হাজারো পরিবার সেটাই করে দেখিয়েছে।"

প্রকল্প বিষয়ক উপস্থাপনায় জানানো হয়, ১৯টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ১২ জেলার ৩৪ উপজেলার ১৪৫ ইউনিয়নে ২.১৫ লক্ষ অতিদরিদ্র পরিবারের প্রায় ৮.৬ লক্ষ মানুষকে সমন্বিত সেবা দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পভুক্ত পরিবারগুলোতে অতিদারিদ্র্যের হার ৬২.৭ শতাংশ থেকে প্রায় ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের খর্বাকৃতি হওয়ার হার ৪৮ শতাংশ থেকে কমে ২২.৮ শতাংশ হয়েছে, যা জাতীয় গড়ের চেয়েও কম; কৃশকায় হওয়ার হার ১৭ শতাংশ থেকে কমে ১২.৪ শতাংশ হয়েছে। সমাপনী অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ, উন্নয়ন সহযোগী ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহ এবং প্রকল্পের অন্যান্য অংশীজনসহ প্রায় ৪০০ অতিথি অংশগ্রহণ করেন।

জলবায়ু-সহনশীল উদ্যোগ সম্প্রসারণে পিকেএসএফ-এর 'GREEN' প্রকল্পের উদ্বোধন

উপকৃত হবে আড়াই লাখেরও বেশি পরিবার



অটোমেটিক LED লাইটের আলোয় কৃত্রিম উপায়ে ফল পাকানোর প্রক্রিয়া পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এতে মৌসুম শেষ হবার পর এ ফল বিক্রি করে চাষিরা তুলনামূলক ভালো দাম পান।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা, নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং পরিবেশবান্ধব উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে পিকেএসএফ গত ৩০ জুলাই Growth for Climate Resilient and Environmental Entrepreneurship and Nutrition (GREEN) প্রকল্পের উদ্বোধন করেছে।

ঢাকায় পিকেএসএফ ভবন ১-এ আয়োজিত এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। অনুষ্ঠানে GREEN প্রকল্প গ্রহণের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আকন্দ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম। প্রকল্পের ওপর একটি উপস্থাপনা দেন পিকেএসএফ-এর উপ-মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ হাবিবুর রহমান। এছাড়া, পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক একিউএম গোলাম মাওলা, মোঃ মশিয়ার রহমান এবং মুহম্মদ হাসান খালেদ পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রকল্পের আওতায় হাওর, উপকূল, বরেন্দ্র ও চরাঞ্চলসহ দেশের ২ লাখ ৫৮ হাজারের বেশি পরিবার প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে। জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, নারী, যুব, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, সামাজিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দিয়ে জলবায়ু-সহনশীল খাদ্যব্যবস্থা, সবুজ প্রযুক্তি, টেকসই উদ্যোক্তা উন্নয়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক সেবা এবং সহযোগী সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদারে প্রকল্পটি কাজ করবে।

প্রকল্পের উপস্থাপনায় উল্লেখ করা হয় যে, ২০২৬-২০৩১ মেয়াদে বাস্তবায়িতব্য এ প্রকল্পে মোট ২১১.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হবে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) ৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেবে। বাকি অর্থ পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহ যোগান দেবে। এ যৌথ বিনিয়োগ দেশের জলবায়ু-সহনশীল কৃষি, পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ এবং পুষ্টি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

অনুষ্ঠানে প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণের ধারণা পেরিয়ে প্রবৃদ্ধিনির্ভর অর্থায়নের ওপর গুরুত্ব দিয়ে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, "GREEN প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোগ খাতকে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির অন্যতম চালিকাশক্তিতে রূপান্তরিত করতে পিকেএসএফ কাজ করবে। ডিজিটাল ফাইন্যান্সিং, অ্যাগ্রো-ইকোলজিক্যাল কৃষি, কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র উদ্যোগ, স্থানীয় পর্যায়ে অ্যাগ্রো-প্রসেসিং ও প্রাথমিক কৃষি পণ্যের সাথে মূল্য সংযোজন, নিরাপদ ও পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যব্যবস্থা, সৌরশক্তির ব্যবহার এবং সার্কুলার ইকোনমির প্রসারে গুরুত্ব দেওয়া হবে।" পাশাপাশি ক্রিয়েটিভ ইকোনমি ও ব্লু ইকোনমির সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পরিবেশবান্ধব নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উন্মুক্ত আলোচনায় সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী প্রধান ও প্রতিনিধিবৃন্দ উপকূলীয় নারীদের জন্য কুটির শিল্পভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও বাজার-সংযোগ, শিল্পদূষণ ও কার্বন নিঃসরণ মোকাবিলায় প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান, হাওরাঞ্চলে এআইভিত্তিক আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা এবং কৃষকদের জন্য বীমা ও ঝুঁকি তহবিল গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুপারিশ করেন।

প্রকল্পের 'স্টার্ট-আপ মিশন' অনুষ্ঠিত

GREEN প্রকল্পের পাঁচ দিনব্যাপী স্টার্ট-আপ মিশন ২০-২৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে অভিন্ন ধারণা তৈরি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ ছিল এ মিশনের অন্যতম লক্ষ্য।

গত ২০ সেপ্টেম্বর পিকেএসএফ ভবন-১-এ অনুষ্ঠিত মিশনের উদ্বোধনী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন ইফাদ বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. ভ্যালেন্টাইন আচাঞ্চো, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যুগ্মসচিব জেসমিন পারভীন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উপসচিব মোহাম্মদ আমিন শরীফ, পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আকন্দ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এবং GREEN প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. হাবিবুর রহমান।

ড. ভ্যালেন্টাইন আচাঞ্চো বলেন, গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, উদ্যোক্তা, নারী ও যুবদের জন্য টেকসই সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্য সামনে রেখে গ্রিন প্রকল্পটি সুচিন্তিতভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যুগ্মসচিব জেসমিন পারভীন সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন অগ্রাধিকার তুলে ধরে বলেন, GREEN প্রকল্পের কার্যক্রম এসব অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উপসচিব মোহাম্মদ আমিন শরীফ আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, পিকেএসএফ-এর বাস্তবায়ন সক্ষমতা প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নে অবদান রাখবে। প্রকল্প সমন্বয়কারী মোঃ হাবিবুর রহমান GREEN প্রকল্পের ওপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন।

প্রাণিসম্পদ খাতে সেবা সম্প্রসারণে মতবিনিময় সভা



প্রাণিসম্পদ খাতে প্রযুক্তিনির্ভর সেবা সম্প্রসারণ এবং সম্ভাব্য সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পিকেএসএফ ও প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিষ্ঠান 'আদর্শ প্রাণিসেবা'-এর মধ্যে ২১ জুলাই পিকেএসএফ ভবন-১-এ একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পাশাপাশি পিকেএসএফ-এর প্রাণিসম্পদ-সংশ্লিষ্ট ইউনিট ও প্রকল্পের প্রতিনিধিরা এতে অংশগ্রহণ করেন।

সভায় প্রাণী স্বাস্থ্যসেবা, প্রাণিবীমা, ভেটেরিনারি পরামর্শ, স্মার্ট খামার ব্যবস্থাপনা, বাজার সংযোগ এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি, এসব সেবা ক্ষুদ্র খামারি ও উদ্যোক্তাদের কাছে আরও কার্যকরভাবে পৌঁছে দিতে সম্ভাব্য সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়েও মতবিনিময় করা হয়।

এ সময় আদর্শ প্রাণিসেবা তাদের প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন উদ্ভাবনী সমাধান উপস্থাপন করে। এর মধ্যে ছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক স্মার্ট খামার ব্যবস্থাপনা, Muzzle Patter প্রযুক্তির মাধ্যমে গবাদিপ্রাণী শনাক্তকরণ, অনলাইন ভেটেরিনারি পরামর্শ, প্রাণিবীমা এবং খামার ব্যবস্থাপনায় সহায়ক বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা।

আলোচনায় এসব প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রাণির স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ, রোগ প্রতিরোধ, খামার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, বীমা সেবা সহজলভ্য করা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা তুলে ধরা হয়।

সভায় উল্লেখ করা হয়, পিকেএসএফ তার কৌশলগত পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে ডিজিটাল রূপান্তরকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বিশেষ করে প্রাণিসম্পদ খাতে প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবন, জ্ঞান সহ-সৃজন (Knowledge Co-creation), সক্ষমতা উন্নয়ন এবং ডিজিটাল সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে খামারি ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য আরও কার্যকর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই সেবা নিশ্চিত করতে পিকেএসএফ কাজ করছে।

প্রাণিসম্পদ খাতে প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবন, জ্ঞান বিনিময় এবং সম্ভাব্য সহযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ভবিষ্যতে এসব বিষয়ে সহযোগিতার সম্ভাবনা আরও যাচাই করতে উভয় পক্ষ আলোচনা অব্যাহত রাখার আগ্রহ প্রকাশ করে।

সহযোগী সংস্থার নিরীক্ষা বিষয়ে অডিট ফার্মের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সমন্বয় সভা

পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি, সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে এর সুফল যথাযথভাবে পৌঁছানো এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে আর্থিক শৃঙ্খলা, গুণগত মান, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার অংশ হিসেবে নিয়মিত নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। নিরীক্ষার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার যথার্থতা যাচাইয়ের পাশাপাশি বিদ্যমান নীতিমালা ও বিধিবিধানের অনুসরণ এবং প্রয়োজনীয় উন্নয়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়।



এর ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ-এর ৮০টি সহযোগী সংস্থার ২০২৫-২৬ অর্থবছরের নিরীক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে ১৪টি অডিট ফার্মের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ২৭ আগস্ট পিকেএসএফ ভবন-১-এ একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় নিরীক্ষার বিভিন্ন দিক, অনুসরণীয় পদ্ধতি, নিরীক্ষার গুণগত মান এবং সংশ্লিষ্ট অডিট ফার্মগুলোর করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এতে ১৪টি অডিট ফার্মের ৫৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের সভার উদ্বোধন করেন। এ সময় পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ হাসান খালেদ ও আঃ খালেক মিঞা এবং সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক বিভূতি ভূষন বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন। নিরীক্ষা কার্যক্রমের সার্বিক বিষয় নিয়ে উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর সহকারী মহাব্যবস্থাপক দিলীপ কুমার লাহিড়ী।

প্রতিটি গাছেই থাকছে কিউআর কোড

বরেন্দ্র অঞ্চলে সবুজ বেষ্টনী তৈরিতে কাজ করছে ECCCP-Drought প্রকল্প

পরিবেশ সংরক্ষণ ও ডিজিটাল প্রযুক্তির এক অনন্য সংমিশ্রণে বাংলাদেশের খরাপ্রবণ বরেন্দ্র অঞ্চলে জলবায়ু-সহিষ্ণু এবং সবুজায়নের একটি কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে পিকেএসএফ-এর ECCCP-Drought প্রকল্প। এ উদ্যোগের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিচর্যার দায়িত্ব সরাসরি তুলে দেওয়া হচ্ছে স্থানীয় শিক্ষার্থীদের হাতে। ECCCP-Drought প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে রাজশাহী, নওগাঁ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৭২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১ম-১০ম শ্রেণির সকল ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক ও কর্মচারীদের মাঝে এক লক্ষাধিক ফলদ ও ভেষজ গাছ বিতরণ করা হয়েছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২৬ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জনপ্রতি আমড়া, জলপাই, সফেদা, নিম ও অর্জুন, অর্থাৎ পাঁচটি করে গাছ বিতরণ করা হয়েছে। বছরব্যাপী গাছগুলোর পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ মূল্যায়ন সাপেক্ষে প্রতিটি বিদ্যালয়ের শ্রেণিভিত্তিক 'সেরা গার্ডেনার' শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদান করা হবে।

এ লক্ষ্যে বিতরণকৃত প্রতিটি গাছে একটি করে কিউআর কোড সংযোজন করা হয়েছে, যাতে খুব সহজেই ডিজিটাল পদ্ধতিতে গাছগুলোকে পর্যবেক্ষণ করা যায়। এছাড়া, বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রকল্পভুক্ত কর্মকর্তাগণ কিউআর কোড ব্যবহার করে গাছগুলোর পরিচর্যা, স্বাস্থ্য এবং বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করছেন।

এক বছর পর, প্রকল্পটির আওতায় প্রতিটি শিক্ষার্থীর একটি পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন হবে, যেখানে দেখা হবে শিক্ষার্থীরা তাদের বরাদ্দকৃত চারাগাছগুলো কতটুকু দক্ষতার সাথে লালন-পালন ও পরিচর্যা করেছে। যে সকল শিক্ষার্থী গাছের সর্বোচ্চ পরিচর্যা নিশ্চিত করবে, তাদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পুরস্কৃত করা হবে। ফলে শিক্ষার্থীদের মাঝে পরিবেশ রক্ষায় একটি সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠবে।



নওগাঁ জেলায় ECCCP-Drought প্রকল্পের আওতায় কিউআর কোডযুক্ত আমড়া গাছ



চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলায় গাছ নিয়ে যাচ্ছে হাস্যোজ্জ্বল এক শিক্ষার্থী

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, খরা, তাপদাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিস্থিতিতে ডিজিটাল পর্যবেক্ষণের সাথে তরুণ সমাজকে একত্রিত করার উদ্যোগ একটি টেকসই সবুজ বেষ্টনী গড়ে তুলবে, যা স্থানীয় পর্যায়ে জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি করবে, কার্বন শোষণে ভূমিকা করবে এবং স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু-সহিষ্ণুতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। চারবছর মেয়াদি ECCCP-Drought প্রকল্প ২০২৩ সাল হতে বরেন্দ্র অঞ্চলের রাজশাহী, নওগাঁ এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ২০ উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় ইতোমধ্যে ১৩০টি পুকুর ও ৯০ কি:মি: খাল পুনঃখনন, ১,২৫০টি ছাদভিত্তিক ভূগর্ভস্থ পানি পুনঃভরণ ব্যবস্থা (Managed Aquifer Recharge-MAR) স্থাপন, ৯২২৫ জন কৃষককে খরা-সহিষ্ণু ফসল ও ফল চাষাবাদেও ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান, পুকুর ও খার পাড়ে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে প্রায় দেড় লক্ষ বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলে সুপেয় পানি সরবরাহে আরও ১৮০টি প্ল্যান্ট বসাচ্ছে পিকেএসএফ

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে নিরাপদ সুপেয় পানির সংকট মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল Adaptation Fund-এর অর্থায়নে পিকেএসএফ Access to Safe Drinking Water for the Climate Vulnerable People in Coastal Areas of Bangladesh through Solar-generated Reverse Osmosis Water Treatment Facilities (Safe Water Project) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার ছয়টি উপজেলায় রিভার্স অসমোসিস (RO) প্রযুক্তিনির্ভর ১৮০টি পানি পরিশোধন প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সৌরশক্তিসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার নিশ্চিত করে পরিচালিত এসব প্ল্যান্টের মাধ্যমে প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার মানুষের জন্য নিরাপদ ও সাশ্রয়ী সুপেয় পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ইতোমধ্যে মোট ৮৩টি রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট স্থাপন করেছে।

প্ল্যান্ট স্থাপনের পাশাপাশি প্রকল্পের আওতায় তিনটি নলেজ হাব প্রতিষ্ঠা করা হবে। এসব হাব পানির গুণগত মান পরীক্ষা ও নিশ্চিতকরণ, পানি পরিশোধন প্ল্যান্ট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পানি সংকট মোকাবিলায় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। এর মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী, প্ল্যান্ট পরিচালনাকারী এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। একই সঙ্গে পানি দূষণ, লবণাক্ততা ও সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবিলায় সচেতনতা এবং নিরাপদ পানির টেকসই ব্যবস্থাপনা জোরদার হবে।

জলবায়ু সহনশীল বাড়ি

ভয় পেরিয়ে ভরসার গল্প

খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় জনপদগুলোর একটি। এখানে বর্ষা মানে শুধু বৃষ্টি নয়, সঙ্গে থাকে জলাবদ্ধতা, ঘূর্ণিঝড় আর লবণাক্ততা। এ কয়রাতেই পাঁচ শতক জমির ওপর ছোট্ট সংসার আঞ্জুয়ারা খাতুনের। স্বামী মো. বিল্লাল হোসেন ভ্যান চালান। সীমিত আয়েই চলে চার সদস্যের পরিবার।

বছরের পর বছর বর্ষা এলেই আঞ্জুয়ারার প্রথম চিন্তা হতো ঘর নিয়ে। উঠানে কতটা পানি জমবে, ঘরে ঢুকবে কি না, কাপড়চোপড়, খাবার আর প্রয়োজনীয় জিনিস কোথায় রাখবেন। বৃষ্টি যত বাড়তো, উদ্বেগও তত বাড়তো। একসময় বর্ষার এ দুর্ভোগকেই যেন নিয়তি বলে মেনে নিয়েছিলেন তিনি।



“আগে বেশি বৃষ্টি হলেই ভয় পেতাম। ঘরের জিনিসপত্র কোথায় রাখব, বাচ্চাদের নিয়ে কীভাবে নিরাপদে থাকব, এসব চিন্তায় অস্থির হয়ে যেতাম। কিন্তু এবার নিজের পরিবারের পাশাপাশি কয়েকজন প্রতিবেশীকেও নিয়ে নিরাপদে থাকতে পেরেছি।”

-আঞ্জুয়ারা খাতুন

কিন্তু ২০২৬ সালের বর্ষাটা ছিল অন্যরকম। তার পাঁচ শতক জমিতে তখন গড়ে উঠেছে জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল একটি বসতবাড়ি। উঁচু করা হয়েছে বসতভিটা, তৈরি হয়েছে মজবুত ঘর। জুলাইয়ের টানা ভারী বর্ষণে আশপাশের কয়েকটি বাড়ির উঠান ও ঘর পানিতে তলিয়ে গেলেও আঞ্জুয়ারার বাড়ি ডোবেনি।

আঞ্জুয়ারার নতুন বাড়িটি শুধু তার নিজের পরিবারের জন্য নিরাপদ ছিল না, জুলাইয়ের ভারী বর্ষণে সেটিই আশ্রয় হয়ে ওঠে প্রতিবেশী মো. আয়ুব ঢালীর পরিবারের জন্য। তার ঘরে পানি ঢুকে পড়লে স্ত্রী পেরু বেগম ও দুই সন্তানকে নিয়ে আঞ্জুয়ারার বাড়িতে আশ্রয় নেন তিনি। প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় ও শুকনো খাবারসহ কিছু দরকারি জিনিসও সঙ্গে নিয়ে আসেন।

“পানি যখন ঘরে ঢুকতে শুরু করল, স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে কোথায় যাব বুঝতে পারছিলাম না। পাশেই আঞ্জুয়ারা ভাবীর বাড়িতে আশ্রয় নিতে পেরেছিলাম। বিপদের সময় কাছাকাছি এমন একটি নিরাপদ বাড়ি থাকায় পরিবারকে নিরাপদে রাখতে পেরেছি।”

-মো. আয়ুব ঢালী





অতিবৃষ্টির পাশাপাশি ঘূর্ণিঝড়ের সময়ও এসব জলবায়ু সহনশীল বাড়ি উপকূলের মানুষের নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠছে। ভোলার বোরহানউদ্দিনের জাহানারা বেগম নতুন বাড়িতে ওঠার দুই মাসের মাথায় ঘূর্ণিঝড়ের মুখোমুখি হন। চারপাশের বাড়িঘর পানিতে তলিয়ে গেলেও তার বাড়িটি অক্ষত ছিল। তার ভাষায়, "এই নতুন বাড়ি আমাদের নতুন জীবন দিয়েছে।" খুলনার দাকোপের আমেনা বেগমের অভিজ্ঞতাও একই। আগে প্রতি বর্ষায় আমেনাদের বাড়ি মেরামত করতে হতো। নতুন বাড়িতে ওঠার পর চারপাশে পানি জমলেও তাদের ঘরটি অক্ষত থাকে। আঞ্জুয়ারা ও আয়ুব ঢালীর অভিজ্ঞতাগুলো আসলে বিচ্ছিন্ন গল্প নয়। বাংলাদেশের উপকূলের লাখো মানুষের জীবনেই জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত এখন প্রতিদিনের বাস্তবতা। নিচু ভূপ্রকৃতি, সমুদ্রের কাছাকাছি অবস্থানের কারণে এসব এলাকায় ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, অতিবৃষ্টি, জলাবদ্ধতা, লবণাক্ততা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ঝুঁকি ক্রমেই বাড়ছে। দেশের ১৯টি উপকূলীয় জেলায় বসবাসকারী প্রায় ২২ শতাংশ জনগোষ্ঠী উচ্চ জলবায়ু ঝুঁকির মুখে রয়েছে।

এ ঝুঁকি দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারগুলোর জন্য আরও গভীর। উপকূলের অনেক পরিবার এখনও মাটি, বাঁশ, খড় কিংবা গোলপাতার মতো উপকরণে তৈরি তুলনামূলক দুর্বল ঘরে বসবাস করে। একটি ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসে এমন ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হলে একটি পরিবার শুধু আশ্রয়ই হারায় না, ঘর মেরামত বা পুনর্নির্মাণে চলে যায় তাদের সীমিত আয়ের বড় অংশ। কখনো আবার সেই ঘর পুরোপুরি দাঁড় করানোর আগেই আসে নতুন দুর্যোগ।

এ প্রেক্ষাপটে উপকূলের ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের সহনশীলতা বাড়াতে পিকেএসএফ বাস্তবায়ন করছে Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL) প্রকল্প। Green Climate Fund (GCF)-এর অর্থায়নে পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্পটি শুরু হয় ২০২৩ সালের ১৭ আগস্ট। খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা ও কক্সবাজার জেলার ২১টি উপজেলায় ১৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মাধ্যমে সাড়ে তিন লাখের বেশি জলবায়ুঝুঁকিপূর্ণ মানুষের সহনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্য রয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র ও অতিদরিদ্র পরিবারের জন্য ৩,০০০ জলবায়ু সহনশীল বাড়ি ও উঁচু বসতভিটা নির্মাণের লক্ষ্য রয়েছে। এ পর্যন্ত ১,৮০২টি বাড়ি নির্মাণ শেষ হয়েছে। প্রতিটি জলবায়ু সহনশীল বাড়ির পুরো বসতভিটা মাটি ভরাট করে সাধারণত ৩ থেকে ৩.৫ ফুট উঁচু করা হয়, যাতে জলাবদ্ধতা বা জলোচ্ছ্বাসের পানি সহজে ঘরে ঢুকতে না পারে। ঘূর্ণিঝড় ও প্রবল বাতাসের ধাক্কা সহ্য করতে ঘরটি মজবুত ভিত্তির ওপর নির্মাণ করা হয় এবং ব্যবহার করা হয় ইট, সিমেন্ট, রডসহ টেকসই নির্মাণসামগ্রী। বাড়িগুলোর নকশায় অন্যান্য দুর্যোগের ঝুঁকি বিবেচনায় রাখা হয়েছে। ২০২৬ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সাতক্ষীরার আশাশুনিতে ৫.৪ মাত্রার ভূমিকম্পে RHL-এর জলবায়ু সহনশীল বাড়িগুলো অক্ষত ছিল। বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে উপকূলের লবণাক্ত পরিবেশের ঝুঁকিও বিবেচনায় রাখা হয়।

বাড়িতে রয়েছে ৩,০০০ লিটার বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থা, সৌরবিদ্যুৎ, টুইন-পিট স্যানিটারি ল্যাট্রিন এবং উন্নত চুলা। টুইন-পিট ব্যবস্থায় দু'টি পৃথক পিট পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা হয়, ফলে বর্জ্য নিরাপদভাবে পচে যাওয়ার সুযোগ পায় এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা সহজ হয়। উন্নত চুলা কম ধোঁয়া তৈরি করে এবং জ্বালানির ব্যবহারও কমায়। এছাড়া, স্থানীয় নির্মাণকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে বাড়ি নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু সহনশীল নির্মাণের দক্ষতাও গড়ে ওঠে।

উপকূলের মানুষের কাছে একটি বাড়ি হারানো মানে শুধু মাথার ওপরের ছাদ হারানো নয়। এর সঙ্গে হারিয়ে যেতে পারে বহুদিনের সঞ্চয়, খাবার, গবাদিপ্রাণী, সন্তানের বইখাতা কিংবা জীবিকা চালানোর সামান্য সম্বলটুকুও। সীমিত আয়ের একটি পরিবার অনেক কষ্টে আবার ঘরটি দাঁড় করায়, অথচ পরের ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস বা অতিবৃষ্টি আবার সবকিছু এলোমেলো করে দিতে পারে। ভাঙা-গড়ার এ চক্রই উপকূলের বহু পরিবারের বাস্তবতা। তাই একটি জলবায়ু সহনশীল বাড়ির অর্থ শুধু শক্ত দেয়াল বা উঁচু বসতভিটা নয়। দুর্যোগের মধ্যেও পরিবারকে নিরাপদ রাখা, পানি, স্যানিটেশন ও বিদ্যুতের মতো প্রয়োজনীয় সুবিধা সচল রাখা এবং ক্ষয়ক্ষতি সামলে দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফেরার সুযোগ তৈরি করাই এর বড় শক্তি।

একটি জলবায়ু সহনশীল বাড়ি বছরের অন্য সময় সাধারণ বসতবাড়ি হলেও দুর্যোগের মুহূর্তে তা হয়ে উঠতে পারে আশপাশের মানুষেরও নিরাপদ আশ্রয়। ঘূর্ণিঝড় বা জলাবদ্ধতার সময় এসব বাড়িতে প্রতিবেশীরা যেমন আশ্রয় নিয়েছেন, তেমনি কেউ কেউ সঙ্গে এনেছেন গবাদিপ্রাণী। বিপদে একে অন্যের পাশে দাঁড়ানোর বাঙালির চিরায়ত প্রবণতার সঙ্গে এ যেন জলবায়ু সহনশীলতার এক নতুন মাত্রা।

উপকূলে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র প্রাণ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ হলেও সবার পক্ষে সেখানে পৌঁছানো সহজ হয় না। দূরত্ব, শিশু-বয়স্ক বা প্রতিবন্ধী সদস্যকে নিয়ে যাতায়াত এবং গবাদিপ্রাণী ও জীবিকার সম্বল ফেলে যাওয়ার দুশ্চিন্তায় অনেকেই সেখানে যেতে দ্বিধায় থাকেন। এমন সময়ে কাছাকাছি একটি শক্ত ও উঁচু বাড়িই হয়ে উঠতে পারে নিরাপদ আশ্রয়। আঞ্জুয়ারার বাড়ি তারই উদাহরণ। জুলাইয়ের অতিবৃষ্টিতে নিজের পরিবারের পাশাপাশি আয়ুব ঢালীর পরিবারসহ ছয়জন প্রতিবেশী সেখানে আশ্রয় পেয়েছিলেন। একটি পরিবারের জন্য নির্মিত বাড়িটি সেদিন হয়ে উঠেছিল প্রতিবেশীদেরও ভরসার ঠিকানা।

একটি শক্ত ঘর ও উঁচু ভিটা একটি পরিবারকে দুর্যোগ থেকে সুরক্ষা দেয়। আর সেই নিরাপত্তা যখন প্রতিবেশীর কাছেও পৌঁছায়, তখন তা একটি সহনশীল জনপদ গড়ে তোলার শক্তি হয়ে ওঠে। উপকূলে সেই পথচলা শুরু হয় ছোট্ট একটি বাড়ি থেকে, যে বাড়ি দুর্যোগে নিজের মানুষকে আগলে রাখে, বিপদে আশ্রয় দেয় প্রতিবেশীকেও। এমন একটি বাড়ি তাই শুধু আশ্রয় নয়, বারবার সব হারানোর ভয় পেরিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার ভরসাও।

হোম-বেইজড চাইল্ড কেয়ারে মানসম্মত ও টেকসই মডেল গড়তে উদ্যোগ গ্রহণ

কর্মজীবী মায়েদের, বিশেষ করে স্বল্প আয়ের ও অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নারীদের, শ্রমবাজারে সক্রিয় থাকার অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হলো শিশুদের জন্য নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী দিবাযত্ন সেবার অভাব। একই সঙ্গে শিশুর জীবনের প্রথম কয়েক বছর তার শারীরিক, ভাষাগত, জ্ঞানীয় ও সামাজিক-আবেগিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় শিশু দিবাযত্ন সেবাকে শুধু পরিচর্যার ব্যবস্থা নয়, প্রারম্ভিক শৈশব বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হিসেবেও বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষাপটে হোম-বেইজড চাইল্ড কেয়ার সেবার কার্যকর মডেল, গুণগত মান নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই সম্প্রসারণের সম্ভাবনা নিয়ে ৯ সেপ্টেম্বর পিকেএসএফ ভবন-১-এ একটি 'নলেজ শেয়ারিং সভা' অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, বাংলাদেশের নিজস্ব সামাজিক বাস্তবতা, কমিউনিটির পারস্পরিক আস্থা এবং এ বিষয়ে অর্জিত গবেষণা ও বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে হোম-বেইজড চাইল্ড কেয়ার সার্ভিসে বাংলাদেশ একটি অনুসরণযোগ্য মানদণ্ড তৈরি করতে পারে। যথাযথ গবেষণা, পরীক্ষণ ও পর্যায়ক্রমিক মান নির্ধারণের মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে একটি 'স্বর্ণমান' (Gold Standard) প্রতিষ্ঠার সুযোগ রয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগে অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান, পিকেএসএফ ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সমন্বিত ও পারস্পরিক পরিপূরক অংশীদারত্ব গড়ে তোলার ওপরও তিনি গুরুত্ব দেন।

বিআইজিডি-এর নির্বাহী পরিচালক ড. ইমরান মতিন বলেন, একটি টেকসই হোম-বেইজড চাইল্ড কেয়ার মডেল গড়ে তুলতে এ পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণমূলক শর্তগুলো সহজ, বাস্তবসম্মত ও সহায়ক রাখা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে অর্থায়নের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নীতি ও নিয়মকানুন তৈরিতেও পিকেএসএফ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে তিনি মত দেন।



পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদেরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় মহাব্যবস্থাপক ও RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্তীসহ রিসার্চ ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট ইউনিট এবং জঅওঝউ প্রকল্পের কর্মকর্তারা অংশ নেন। এছাড়া, বিআইজিডি-এর প্রফেসর ড. মুন্সী সুলায়মান এবং ব্র্যাক আইইডি-এর নির্বাহী পরিচালক ড. ইরাম মারিয়াম-সহ প্রতিষ্ঠান দু'টির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিমা রাণী: নীরবতাই তার ভাষা, অদম্য ইচ্ছাশক্তিই তার পরিচয়

প্রতিমা রাণীর জীবনের গল্প, প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে নিজের পরিচয় নিজেই নির্মাণ করার এক সংগ্রামী নারীর গল্প। বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা নিয়ে বেড়ে ওঠা প্রতিমার পথ কখনোই মসৃণ ছিল না। অল্প বয়সে বিয়ে হলেও প্রতিবন্ধিতার কারণে স্বামীর সংসারে তাকে সীমাহীন লাঞ্ছনা ও অবহেলার শিকার হতে হয়।

এক সময় ফিরে আসতে হয় বাবার বাড়িতে। কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেননি তিনি। নিজের প্রতি বিশ্বাস আর ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে সঙ্গী করে শুরু করেন নতুন পথচলা। ২০২৩ সালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র থেকে ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সামান্য জমি বন্ধক নিয়ে কৃষিকাজ শুরু করেন প্রতিমা।

পরের বছর পিকেএসএফ-এর PPEPP-EU প্রকল্পের আওতায় ২৫ হাজার টাকা অনুদান পেয়ে পাঁচটি ছাগল দিয়ে শুরু করেন নতুন উদ্যোগ। যত্ন, শ্রম ও অধ্যবসায়ে অল্প সময়ের মধ্যেই তার খামারে ছাগলের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৮টিতে। এরপর ১০টি ছাগল বিক্রি করে পাওয়া ৭০ হাজার টাকায় তিনি একটি গরু কিনেন। এখন তার খামারে রয়েছে ৮টি ছাগল ও ৪টি গরু। ১২ হাজার টাকা সঞ্চয়সহ তার মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা। সামান্য সহায়তাকে পুঁজি করে নিজের শ্রমে গড়ে তোলা এ অর্জনই প্রতিমার সবচেয়ে বড় সাফল্য।



তার সংগ্রামের স্বীকৃতিও এসেছে। ২০২৫ সালের বেগম রোকেয়া দিবসে 'নির্যাতনের দুঃস্বপ্ন মুছে জীবনযুদ্ধে জয়ী নারী' ক্যাটাগরিতে তিনি অর্জন করেন 'অদম্য নারী'র স্বীকৃতি।

প্রতিমার স্বপ্ন এখন আরও বড়, নিজের একটি গরুর খামার গড়ে তোলা। প্রতিমা কথা বলতে পারেন না, কিন্তু তার সাফল্য কথা বলে। প্রতিবন্ধকতা নয়, অদম্য ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত তার পথচলার শক্তি হয়ে ওঠে। কণ্ঠ নিরব হতে পারে; কিন্তু স্বপ্ন কখনও নিরব হয়না।

[লেখা: মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন শেখ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ।]

পিকেএসএফ-এর ক্রেডিট এনহ্যান্সমেন্ট স্কিম

১১টি ব্যাংক, ১টি আর্থিক কোম্পানির সাথে গ্যারান্টি চুক্তি স্বাক্ষর



পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Credit Enhancement Scheme (CES)-এর আওতায় ১১টি ব্যাংক ও ১টি আর্থিক কোম্পানির সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে পিকেএসএফ-এর পৃথক ১২টি ক্রেডিট গ্যারান্টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হলো ব্র্যাক ব্যাংক, সিটি ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, এনসিসি ব্যাংক, ট্রাস্ট ব্যাংক, সাউথইস্ট ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন, ঢাকা ব্যাংক, মধুমতি ব্যাংক, সীমান্ত ব্যাংক এবং দ্য ইউএই-বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইউবিকো)। এসব চুক্তির আওতায় ব্যাংক ও আর্থিক কোম্পানিগুলো পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন সহযোগী সংস্থাসমূহকে তাদের ক্ষুদ্র উদ্যোগ অর্থায়ন কার্যক্রমে চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে সর্বমোট ২,৮০০ কোটি টাকা গ্যারান্টিকৃত ঋণ প্রদান করতে পারবে।

বিগত ২০ জুলাই আয়োজিত এ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, "দেশের স্বল্প-আয়ের মানুষদের উদ্যোক্তায় রূপান্তরের যে উদ্যোগ পিকেএসএফ গ্রহণ করেছে, তার সফল বাস্তবায়নে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পৃক্ত করতেই এ স্কিম চালু করা হয়েছে। এ স্কিমের আওতায় ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাগুলো তা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করবে এবং ঋণের গ্যারান্টি প্রদান করবে পিকেএসএফ। পিকেএসএফ-এর নিবিড় তদারকির ফলে ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে।" তিনি আরও বলেন, "অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায়সঙ্গত প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ব্যাংকিং খাতের অর্থ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে পিকেএসএফ-এর CES গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।" পিকেএসএফ ভবন-১-এ আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর পক্ষে মুহম্মদ হাসান খালেদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ব্যাংকগুলোর পক্ষে স্ব স্ব ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক/উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

সৌরশক্তি ব্যবহারে মাসে ১০৭.৮ মেট্রিক টন গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমছে

পিকেএসএফ-এর Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART) প্রকল্পের সহায়তায় ২০২৬ পর্যন্ত ৮,৪৬৫ মাইক্রোএন্টারপ্রাইজে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার শুরু হয়েছে। এ সকল উদ্যোগে স্থাপিত সৌর প্যানেলের সমন্বিত বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ১.৫৩ মেগাওয়াট। এর ফলে প্রতি মাসে ১,৬০,৯৪৬.৬ কিলোওয়াট-ঘণ্টা সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। উদ্যোক্তাদের প্রতি মাসে প্রায় ১৭.৩২ লাখ টাকা বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় হচ্ছে। ক্ষুদ্র উদ্যোগে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে জাতীয় গ্রিডের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে প্রতি মাসে ১০৭.৮ মেট্রিক টন গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস পাচ্ছে।

এছাড়া, গবাদি ও পোল্ট্রি খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ১৮৮টি মাইক্রোএন্টারপ্রাইজে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে, যার দৈনিক সম্মিলিত বায়োগ্যাস উৎপাদন সক্ষমতা ৮৪৬ ঘনমিটার। এর ফলে প্রতি বছর ২,৪৬৫ মেট্রিক টন CO_2e নিঃসরণ হ্রাস পাচ্ছে।

মাইক্রোএন্টারপ্রাইজে জলবায়ু-সহনশীল, সম্পদ-সাশ্রয়ী চর্চা রপ্তকরণের মাধ্যমে ঘাত-সহিষ্ণু সবুজ প্রবৃদ্ধি সঞ্চারের লক্ষ্যে পিকেএসএফ আগস্ট ২০২৩ হতে SMART প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন আর্থিক ও কারিগরি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় প্রক্রিয়াজতকরণ, কৃষি এবং সেবা খাতের আওতাধীন দেশের ৮০,০০০ মাইক্রোএন্টারপ্রাইজে এ সকল সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্য রয়েছে।

SMART প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ৫৪টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৫৪ জেলায় ৭০টি উপ-প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সকল উপ-প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত সহযোগী সংস্থাসমূহে ১,৪২৪.৩৫ কোটি টাকা ঋণ এবং ১৩৩.৮৯ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে। জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত উপ-প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ৬৩,৮৬২ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সহায়তাপ্রাপ্ত উদ্যোক্তারা তাদের উদ্যোগে অন্তত ২টি করে Resource-Efficient and Cleaner Production (RECP) কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছেন। পাশাপাশি, প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশ বিপদাপন্নতা বিষয়ে জ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা কৌশল আয়ত্ত, RECP-এর প্রয়োজনীয়তা এবং এ চর্চা শুরুর প্রস্তুতি হিসেবে করণীয় ইতোমধ্যে ৪৮,২৩৩ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, নিরাপদ উৎপাদন পদ্ধতি, দক্ষতা উন্নয়ন, প্রযুক্তি ব্যবহার, ব্র্যান্ডিং ও সনদায়ন ইত্যাদি বিষয়ে ১৬,৭৮৯ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।



যশোরের মহেশপুর উপজেলায় ফুলচাষীরা ব্যবহার করছেন সৌরবিদ্যুৎ-চালিত সেচ পাম্প

উন্নয়ন সাংবাদিকতার প্রসারে একসাথে কাজ করবে পিকেএসএফ ও ইআরএফ

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে তথ্যভিত্তিক ও বিশ্লেষণধর্মী সাংবাদিকতা উৎসাহিতকরণ, জ্ঞান বিনিময় এবং গণমাধ্যমকর্মীদের পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধিতে যৌথভাবে কাজ করবে পিকেএসএফ ও ইকনোমিক রিপোর্টারস ফোরাম (ইআরএফ)। এ লক্ষ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর পিকেএসএফ ভবন-১-এ পিকেএসএফ ও ইআরএফ-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।



সমঝোতা স্মারকে পিকেএসএফ-এর পক্ষে সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান এবং ইআরএফ-এর পক্ষে সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম স্বাক্ষর করেন। পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং ইআরএফ-এর প্রেসিডেন্ট দৌলত আকতার মালাসহ উভয় পক্ষের অন্যান্য প্রতিনিধি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সমঝোতা স্মারকের আওতায় টেকসই জীবিকা, সামাজিক সুরক্ষা, জলবায়ু সহনশীলতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে ইআরএফ-এর সদস্যদের জ্ঞান ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এছাড়া, পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রম, গবেষণা, সমীক্ষা, উদ্ভাবন ও প্রকাশনা সম্পর্কে বিষয়ে গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে তথ্য ও জ্ঞান বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচি ও মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শনে ইআরএফ সদস্যদের জন্য মিডিয়া ভিজিট আয়োজনের বিষয়েও সহযোগিতা করা হবে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের উন্নয়ন উদ্যোগ, মানুষের জীবিকা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ তৈরি হবে।

গবেষণা ও প্রমাণনির্ভর নীতি প্রণয়নে একসঙ্গে কাজ করবে পিকেএসএফ ও বিআইডিএস

দেশের উন্নয়নে প্রমাণনির্ভর নীতি প্রণয়ন, অগ্রাধিকারভিত্তিক গবেষণা এবং জ্ঞান বিনিময় জোরদারের লক্ষ্যে পিকেএসএফ এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ৩০ জুলাই ২০২৬ তারিখে পিকেএসএফ ভবন-১-এ আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং বিআইডিএস-এর



মহাপরিচালক ড. এ. কে. এনামুল হক নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এ সময় উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে দুই প্রতিষ্ঠান তাদের জ্ঞান, গবেষণা সক্ষমতা, অভিজ্ঞতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদ সমন্বিতভাবে কাজে লাগিয়ে দীর্ঘমেয়াদি ও কৌশলগত সহযোগিতা গড়ে তুলবে।

এ সহযোগিতার আওতায় অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থানভিত্তিক প্রবৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা, দারিদ্র্যের দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতা বিশ্লেষণ এবং কর্মকর্তাদের গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন বিষয়ে যৌথ গবেষণা, জ্ঞান বিনিময় ও সক্ষমতা উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

পিকেএসএফ, CAB ইন্টারন্যাশনালের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, কৃষকের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং জলবায়ু ও পরিবেশের ঝুঁকি মোকাবিলায় দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও টেকসই করে তুলতে যৌথভাবে কাজ করবে পিকেএসএফ ও CAB ইন্টারন্যাশনাল। এ লক্ষ্যে ২০ আগস্ট 'Up-scaling of the Sustainable Agroecological Farming in Bangladesh' শীর্ষক একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে প্রতিষ্ঠান দু'টি। এ স্মারকের পিকেএসএফ-এর পক্ষে স্বাক্ষর করেন সংস্থাটির উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আকন্দ মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম এবং CAB ইন্টারন্যাশনাল-এর পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রতিষ্ঠানটির দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক ড. বিনোদ পণ্ডিত।



এ অনুষ্ঠানের সভাপতি পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, টেকসই ও বাজারভিত্তিক সমাধানের মাধ্যমে দেশের কৃষি খাতকে এগিয়ে নেওয়া জরুরি। তিনি বিজ্ঞানভিত্তিক কৃষি ও এগ্রো-ইকোলজিক্যাল ফার্মিং প্রসারে কৃষকদের আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব চাষাবাদে দক্ষ করে তোলার পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে কৃষকদের মধ্য থেকেই জৈব বালাইনাশক তৈরির মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

CAB ইন্টারন্যাশনাল-এর দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক ড. বিনোদ পণ্ডিত বলেন, "আমাদের মূল লক্ষ্য হলো- প্রশিক্ষণ ও কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষতিকর কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে নিরাপদ জৈব বালাইনাশকের বিস্তার ঘটানো। একই সাথে কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, ডিজিটাল ডেটা ব্যবস্থাপনা এবং বাজারভিত্তিক অংশীদারত্বের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদন খরচ কমিয়ে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই কৃষি নিশ্চিত করা।" এ সমঝোতার মাধ্যমে CAB ইন্টারন্যাশনালের 'প্ল্যান্টওয়াইজপ্লাস' প্রোগ্রামের কারিগরি দক্ষতা এবং পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম পরিচালনের দক্ষতা ও শক্তিশালী নেটওয়ার্কের মেলবন্ধন ঘটিয়ে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাবে।

বিশেষ সাক্ষাৎকার

‘উন্নয়ন মানে শুধু অর্থনৈতিক অগ্রগতি নয় মানুষের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি’

সামছুল হক
প্রধান নির্বাহী, সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস (এসডিআই)



পিকেএসএফ: সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস (এসডিআই) প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা এবং পেছনের গল্পটি কী ছিল?

সামছুল হক: মানুষের কল্যাণে কাজ করার তাগিদ আমার কিশোর বয়স থেকেই। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স ১৪ বছর, সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি। আমার বড় ভাই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। আমাদের বাড়িটি মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অপারেশন হাব হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে আমরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতাম। সেই বয়সেই মানুষের জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা আমার মনে গভীর প্রভাব ফেলে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩ সালে কয়েকজন তরুণকে সঙ্গে নিয়ে ‘সুখী ঘর’ নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলি। স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবারকল্যাণ নিয়ে কাজ শুরু করি। একটি দাতা সংস্থার কাছে প্রকল্প প্রস্তাবও দিয়েছিলাম। তারা অর্থায়নে আগ্রহী হলেও তখন আমার বয়স ১৮ বছর না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সেই অর্থায়ন পাওয়া যায়নি।

১৯৭৮ সালে ‘সামাজিক গবেষণাগার’ নামে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আশা’র একটি উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হই। ছাত্রজীবনে আশায় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করি এবং ১৯৮১ সালে পড়াশোনা শেষ করে সেখানে স্থায়ীভাবে কাজ শুরু করি।

দীর্ঘদিনের সেই অভিজ্ঞতা থেকেই ১৯৯৩ সালে আমার নেতৃত্বে সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস (এসডিআই)-এর যাত্রা শুরু হয়। প্রথম দিকে স্বেচ্ছাভিত্তিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করি। ১৯৯৫ সালে AusAID, Australia থেকে এসডিআই প্রথম বৈদেশিক অর্থায়ন পায়। পরে আরও উন্নয়ন অংশীদারের সহযোগিতা আসে এবং ১৯৯৭ সালে এসডিআই পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে যুক্ত হয়। এরপর ধীরে ধীরে আমাদের কাজের পরিধি বিস্তৃত হতে থাকে। বর্তমানে এসডিআই দেশের পাঁচটি বিভাগের ২৪টি জেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পিকেএসএফ: তিন দশকের পথচলায় এসডিআই-এর সবচেয়ে বড় অর্জন কী?

সামছুল হক: আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন কোনো পরিসংখ্যান নয়, মানুষের বিশ্বাস অর্জন। এ সময়ে ক্ষুদ্রঋণকেন্দ্রিক কার্যক্রমকে ধীরে ধীরে একটি সমন্বিত উন্নয়ন ধারায় নিয়ে যেতে পেরেছি। আমাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে অনেক পরিবার আয় বাড়িয়েছে, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে, নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ বেড়েছে এবং তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

পিকেএসএফ: উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় এসডিআই কোন দর্শনকে গুরুত্ব দেয়?

সামছুল হক: আমাদের কাছে উন্নয়ন মানে শুধু অর্থনৈতিক অগ্রগতি নয়, মানুষের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। এ দর্শন থেকেই আমরা Integrated Development Model অনুসরণ করি, যেখানে অর্থায়নের পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়ন, কৃষি, প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বাজারসংযোগকে সমন্বিতভাবে যুক্ত করা হয়েছে। আমরা চাই, প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, অর্থায়ন ও বাজারের সুযোগ কাজে লাগিয়ে একজন মানুষ নিজের উন্নয়নের চালিকাশক্তি হয়ে উঠুক এবং তার এ অগ্রগতি পরিবার ও স্থানীয় অর্থনীতিতেও ইতিবাচক পরিবর্তন আনুক।

পিকেএসএফ: ক্ষুদ্রঋণের বাইরে জীবিকায়ন, দক্ষতা ও ভ্যালু চেইন উন্নয়নে কীভাবে কাজ করছেন?

সামছুল হক: ক্ষুদ্রঋণ গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু শুধু পুঁজি দিলেই মানুষের জীবনে টেকসই পরিবর্তন আসে না। এর সঙ্গে প্রয়োজন দক্ষতা, প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও বাজারে প্রবেশের সুযোগ। তাই আমরা জীবিকাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, আধুনিক কৃষি, প্রাণিসম্পদ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নের পাশাপাশি পণ্যের মানোন্নয়ন, ব্র্যান্ডিং ও বাজারসংযোগসহ পুরো ভ্যালু চেইন নিয়ে কাজ করছি। Creative Economy-এর মাধ্যমে স্থানীয় পণ্যের পরিচিতি ও বাজার সম্প্রসারণেও গুরুত্ব দিচ্ছি। আমাদের লক্ষ্য ঋণগ্রহীতাকে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা, যাতে তিনি নিজের আয় বাড়ানোর পাশাপাশি কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করতে পারেন।

পিকেএসএফ: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় এসডিআই কীভাবে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বাড়াচ্ছে?

সামছুল হক: জলবায়ু অভিযোজন এখন উন্নয়ন কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই এসডিআই ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় জলবায়ু সহনশীল কৃষি প্রযুক্তি, নিরাপদ ও টেকসই জীবিকা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে গুরুত্ব দিচ্ছে। পাশাপাশি, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে স্থানীয় মানুষকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। আমার অভিজ্ঞতায়, মানুষ প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা পেলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে পারেন। তাই শুধু সহায়তা দেওয়া নয়, ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী যেন নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে ও নেতৃত্ব দিতে পারে, সেই সক্ষমতা তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য।

পিকেএসএফ: এসডিআই-এর দীর্ঘ পথচলায় পিকেএসএফ-এর অংশীদারত্ব কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

সামছুল হক: প্রায় তিন দশক ধরে আমরা পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করছি। এসডিআই আজ যে অবস্থানে এসেছে, সেখানে এই দীর্ঘ অংশীদারিত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পিকেএসএফ শুধু অর্থায়নই করেনি, কারিগরি সহায়তা, নীতিগত দিকনির্দেশনা এবং বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রকল্প বাস্তবায়নের সুযোগ দিয়ে আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করেছে। এর মাধ্যমে দক্ষতা ও জীবিকা উন্নয়ন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং জলবায়ু অভিযোজনসহ নতুন নতুন ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা হয়েছে। একই সঙ্গে সুশাসন ও ঋণ ব্যবস্থাপনাসহ আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনাও শক্তিশালী হয়েছে।

পিকেএসএফ: নতুন প্রজন্মের উন্নয়নকর্মী ও উদ্যোক্তাদের জন্য আপনার বার্তা কী?

সামছুল হক: নতুন প্রজন্মের প্রতি আমার অনেক প্রত্যাশা। আমি তরুণদের বলব, সততা, মানবিক মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধের সঙ্গে আপস করবেন না। প্রযুক্তিকে গ্রহণ করুন, নতুন কিছু শেখার আগ্রহ ধরে রাখুন এবং স্থানীয় সমস্যার কার্যকর সমাধান খুঁজুন। গবেষণা ও উদ্ভাবনের প্রতিও গুরুত্ব দিতে হবে। জ্ঞান, সততা, মানবিকতা ও সেবার মানসিকতা নিয়ে নতুন প্রজন্ম এগিয়ে এলে একটি আরও সমৃদ্ধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব।

পুরো সাক্ষাৎকারটি পড়তে স্ক্যান করুন

পিকেএসএফ: আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ

পিকেএসএফ ও এর সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন, আধুনিক প্রযুক্তির অভিযোজন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদারকরণে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টার (পিটিসি)। জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৬ সময়ে পিকেএসএফ ও সহযোগী সংস্থাসমূহের মোট ৬১৮ জন কর্মকর্তা ও পেশাজীবীকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিক জ্ঞান বিনিময় এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিখন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ প্রান্তিকে পিকেএসএফ ভবন-১-এ আয়োজিত শ্রেণীকক্ষভিত্তিক আবাসিক প্রশিক্ষণে সহযোগী সংস্থাসমূহের ৩৪১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। পাশাপাশি, পিকেএসএফ ভবন-২-এ প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচির আওতায় ১৪৯ জন প্যারামেডিককে 'Technical and Management Training' বিষয়ক আবাসিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

কর্মক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক সক্ষমতা বাড়াতে পিকেএসএফ-এর SMART প্রকল্পের সহায়তায় সহযোগী সংস্থার ৭০ জন ও পিকেএসএফ-এর ৮ জন কর্মকর্তাকে 'Project Photo Documentation and Visual Storytelling' এবং পিকেএসএফ-এর ২০ জন কর্মকর্তাকে 'AI for Workplace Productivity' শীর্ষক প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া, প্রাতিষ্ঠানিক তদারকি ও স্বচ্ছতা জোরদারকরণে পিকেএসএফ-এর ৩০ জন কর্মকর্তাকে 'Professional Investigation and Report Writing' বিষয়ক উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

শ্রেণীকক্ষভিত্তিক চর্চার গণ্ডি পেরিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিখন বিস্তৃত করতে গত ৩ আগস্ট বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (BUBT)-এর অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি দিনব্যাপী প্রাতিষ্ঠানিক শিখন সফরের আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীরা মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর ও সদর উপজেলায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা 'গণ কল্যাণ ট্রাস্ট (জিকেটি)'-এর মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেন।

জলবায়ু সহনশীলতা ও বৈশ্বিক অংশীদারত্ব জোরদারকরণের অংশ হিসেবে ভুটানের 'Royal Society for Protection of Nature (RSPN)'-এর ৫ সদস্যের এক প্রতিনিধি দলের জন্য 'Knowledge Exchange Visit on Adaptation Fund Programming and Proposal Development' শীর্ষক দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক শিখন কর্মসূচি পরিচালনা করে পিটিসি। এ দ্বিপাক্ষিক উদ্যোগের মাধ্যমে জলবায়ু অর্থায়ন প্রাপ্তি, প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও ভুটানের বিদ্যমান সুসম্পর্ক আরও বেগবান হয়েছে।

পিকেএসএফ কর্মকর্তাবৃন্দের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ: জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৬ সময়ে পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত ৩টি কর্মশালায় ৩৩৮ জন পিকেএসএফ কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। একই সময়ে পিকেএসএফ-এর ১৮ জন কর্মকর্তা ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা, মরক্কো ও চীনে ৫টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

'ম্যানেজমেন্ট অডিট' প্রশিক্ষণে পিকেএসএফ কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ: গত ১১-২১ জুলাই পিকেএসএফ-এর ২৪ জন কর্মকর্তা 'ম্যানেজমেন্ট অডিট' প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেছেন। পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে দ্য ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি)-এর মাধ্যমে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে আইসিএবি ভবনে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।



'ম্যানেজমেন্ট অডিট' শীর্ষক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে সমাপনী অনুষ্ঠানে আইসিএবি ও পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ

SICIP-PKSF : অন্তর্ভুক্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টি

বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এবং Asian Development Bank (ADB)-এর অর্থায়নে পিকেএসএফ Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program (SICIP) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

দেশের প্রান্তিক, সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, বিশেষত নারী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী এবং তৃতীয় লিঙ্গ জনগোষ্ঠীকে আধুনিক শিল্প ও শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের আওতায় এনে তাদের উৎপাদনশীল ও টেকসই কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিই এ কার্যক্রমের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

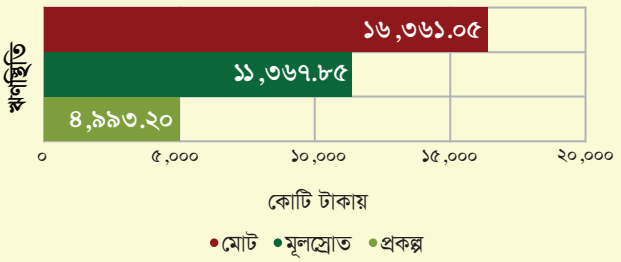
SICIP-PKSF প্রকল্পের প্রথম বিজনেস প্ল্যানের আওতায় মোট ১২,০০০ প্রশিক্ষণার্থীকে চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং পরবর্তী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় বর্তমানে ২১টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে মোট ৫,৭২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী নিবন্ধিত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ২,১৯৭ জন নারী, যা মোট নিবন্ধিত প্রশিক্ষণার্থীর প্রায় ৩৮ শতাংশ। নিবন্ধিত প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ৪,৫১৮ জন Assessment সম্পন্ন করে মোট ৪,৫০৯ জন সফলভাবে সনদ অর্জন করেছেন এবং সনদপ্রাপ্তদের মধ্যে ২,৬৫৬ জন কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছেন।

দ্বিতীয় বিজনেস প্ল্যানের আওতায় বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ২০২৬ সালের মে মাস থেকে মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে ২১টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে মোট ১,৮৫০ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যার মধ্যে ৬৩৯ জন নারী। নিবন্ধিত প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ৮৭৪ জন Assessment সম্পন্ন করে ৮৭৩ জন সফলভাবে সনদ অর্জন করেছেন এবং সনদপ্রাপ্তদের মধ্যে ২৭০ জন কর্মসংস্থানে নিয়োজিত হয়েছেন।

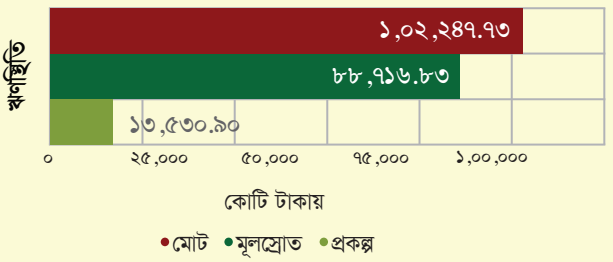
পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রম

২০২৬ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ বিতরণ ৮৩,৭৯৪.০৪ কোটি টাকা, ঋণ আদায় ৬৭,৪৩২.৯৮ কোটি টাকা এবং ঋণস্থিতি ১৬,৩৬১.০৫ কোটি টাকা। সহযোগী সংস্থা হতে সদস্য পর্যায়ে ঋণ বিতরণ ১০,৮৯,৮৯৮.০৯ কোটি টাকা, ঋণ আদায় ৯,৮৭,৬৫০.৩৬ কোটি টাকা এবং ঋণস্থিতি ১,০২,২৪৭.৭৩ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, সহযোগী সংস্থার নিকট সদস্যদের সঞ্চয় স্থিতি ৪৩,৯৪৮.৭৫ কোটি টাকা।

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর ঋণস্থিতি: ২০২৬ সালের জুলাই মাসে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর মোট ঋণস্থিতি ১৬,৩৬১.০৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে মূলস্রোতভুক্ত ঋণ কার্যক্রম-এর আওতায় ঋণস্থিতি ১১,৩৬৭.৮৫ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ৬৯.৪৮% এবং প্রকল্পভুক্ত ঋণ কার্যক্রম-এর আওতায় ঋণস্থিতি ৪,৯৯৩.২০ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ৩০.৫২%।

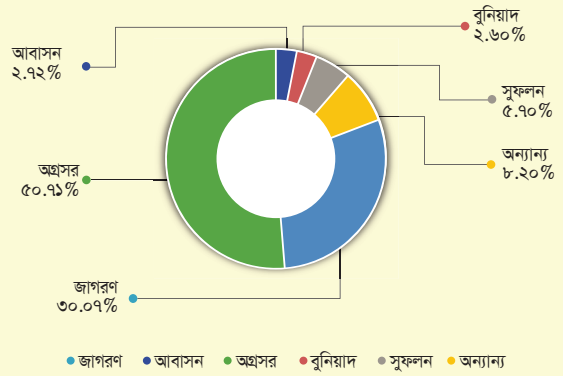


সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার ঋণস্থিতি: ২০২৬ সালের জুলাই মাসে সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার মোট ঋণস্থিতি ১,০২,২৪৭.৭৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে মূলস্রোতভুক্ত ঋণ কার্যক্রম-এর আওতায় ঋণস্থিতি ৮৮,৭১৬.৮৩ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ৮৬.৭৭% এবং প্রকল্পভুক্ত ঋণ কর্মসূচি-এর আওতায় ঋণস্থিতি ১৩,৫৩০.৯০ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ১৩.২৩%।



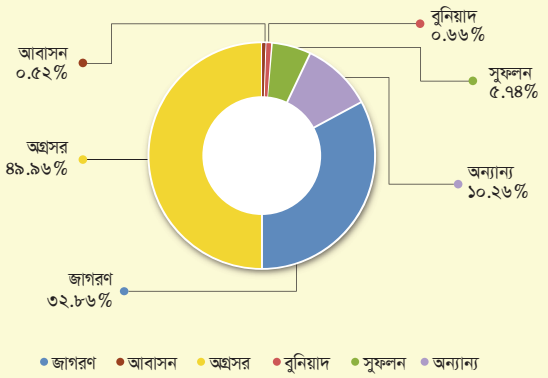
সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর খাতওয়ারি ঋণস্থিতি

২০২৬ সালের জুলাই মাসে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর মোট ঋণস্থিতি ১৬,৩৬১.০৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে ক্ষুদ্রউদ্যোগ ঋণ (অগ্রসর) ৮,২৯৫.৮৯ কোটি টাকা, দরিদ্রদের জন্য মধ্যম পর্যায়ের ক্ষুদ্রঋণ (জাগরণ) ৪,৯১৯.৪১ কোটি টাকা, অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ (বুনিয়াদ ৪২৫.৭২) কোটি টাকা, কৃষি ঋণ (সুফলন) ৯৩২.৭১ কোটি টাকা, আবাসন ঋণ ৪৪৪.৩৯ কোটি টাকা এবং অন্যান্য ঋণ ১,৩৪২.৯৩ কোটি টাকা।



সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার খাতওয়ারি ঋণস্থিতি

২০২৬ সালের জুলাই মাসে সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার মোট ঋণস্থিতি ১,০২,২৪৭.৭৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে ক্ষুদ্রউদ্যোগ ঋণ (অগ্রসর) ৫১,০৮৬.২৬ কোটি টাকা, দরিদ্রদের জন্য মধ্যম পর্যায়ের ক্ষুদ্রঋণ (জাগরণ) ৩৩,৬০০.৩৭ কোটি টাকা, অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ (বুনিয়াদ) ৬৬৯.৭১ কোটি টাকা, কৃষি ঋণ (সুফলন) ৫,৮৬৫.৯৮ কোটি টাকা, আবাসন ঋণ ৫৩৩.২৮ কোটি টাকা এবং অন্যান্য ঋণ ১০,৪৯২.১৪ কোটি টাকা।



সহযোগী সংস্থার সদস্য ও ঋণগ্রহীতা: ২০২৬ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর সকল সহযোগী সংস্থার সর্বমোট সদস্য ২.২০ কোটি। এর মধ্যে নারী ২.০৬ কোটি, যা মোট সদস্যের ৯৩.৬৪%। একই সময়ে, ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ১.৬৮ কোটি। এর মধ্যে নারী ১.৫৮ কোটি, যা মোট ঋণগ্রহীতার ৯৪.০৫%।

ঋণ আদায় হার: পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত ঋণ আদায়ের হার যথাক্রমে ৯৯.৮৫% এবং ৯৯.২০%।

অ-আর্থিক পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্য: পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সদস্য পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পাশাপাশি অ-আর্থিক পরিষেবা প্রদান করছে, যা পিকেএসএফ-এর নিজস্ব তহবিল ও বিভিন্ন প্রকল্প হতে সংস্থান করা হয়। অ-আর্থিক পরিষেবাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা, প্রশিক্ষণ, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন, শিক্ষাবৃত্তি, ভ্যালুচেইন উন্নয়ন কার্যক্রম, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও কারিগরী সহায়তা, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় বন্যা ও লবণাক্ত সহিষ্ণু ফসল চাষে সহায়তা, বসতভিটা উঁচুকরণ, লবণাক্তপ্রবণ এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, কৈশোর কর্মসূচির আওতায় সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ড, সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি।

পিকেএসএফ, দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস-এর গোলটেবিল বৈঠক

দক্ষতা উন্নয়নকে কর্মসংস্থানের সঙ্গে কার্যকরভাবে যুক্ত করার আহ্বান



দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করতে এবং তরুণ জনগোষ্ঠীর সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে দক্ষতা উন্নয়নকে সরাসরি কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত করে একটি সমন্বিত জাতীয় ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন অর্থনীতিবিদ, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, গবেষক এবং শিক্ষাবিদগণ। তাদের মতে, শিল্পখাতের চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন, শিক্ষানবিশ কার্যক্রম, কর্মস্থলভিত্তিক প্রশিক্ষণ, জব ম্যাচিং এবং জব প্লেসমেন্টের কার্যকর সমন্বয়ই দেশে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম পূর্বশর্ত।

পিকেএসএফ এবং দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের যৌথ উদ্যোগে গত ৩ আগস্ট পিকেএসএফ ভবন-১-এ আয়োজিত 'Linking Skills with Employment: Challenges and Way Forward' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন। বৈঠকে সরকার, উন্নয়ন সহযোগী, আন্তর্জাতিক সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সংস্থা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। গোলটেবিল বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পিকেএসএফ-এর RAISE প্রকল্পের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজী মশরুর-উল-আলম। বৈঠকে RAISE প্রকল্পের গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্রেন্টিস আশফাকুর রহমান এবং মাস্টার ক্রাফটসপারসন কামরুন নাহার শিউলি তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

সভাপতির বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, "শুধু প্রশিক্ষণ দিয়ে দায়িত্ব শেষ হয় না। দক্ষতাকে টেকসই কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করতে পারলেই দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগের প্রকৃত সুফল পাওয়া সম্ভব। এ লক্ষ্যেই পিকেএসএফ দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও কর্মসংস্থানকে একটি সমন্বিত উন্নয়ন মডেলের আওতায় বাস্তবায়ন করছে।" তিনি আরও বলেন, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, অনানুষ্ঠানিক খাতের দক্ষতার স্বীকৃতি, 'ওস্তাদ-শাগরেদ' মডেলের সম্প্রসারণ, কৃষিভিত্তিক মূল্যসংযোজনকারী উদ্যোগের বিকাশ এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশে এবং বিদেশে কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। একই সঙ্গে বিদেশফেরৎ কর্মীদের পুনর্দক্ষতা উন্নয়ন ও পুনর্বাসনেও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে অধিকতর কার্যকর করতে শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশীদারত্ব জোরদার, শ্রমবাজারের চাহিদাভিত্তিক কারিকুলাম প্রণয়ন, নিয়মিত স্কিলস গ্যাপ ও ট্রেসার স্টাডি পরিচালনা, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সার্টিফিকেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও গ্রিন স্কিলকে প্রশিক্ষণের সঙ্গে যুক্ত করা এবং একটি শক্তিশালী লেবার মার্কেট ইনফরমেশন সিস্টেম গড়ে তোলা প্রয়োজন।

একই সঙ্গে নারী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং বিদেশফেরৎ অভিবাসী কর্মীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণের ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

গোলটেবিল বৈঠকে বক্তব্য রাখেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের পরিকল্পনা উইংয়ের যুগ্মসচিব কামরুল হক মারুফ, ইউসেপ বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ড. মোঃ আবদুল করিম, ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, বিশ্বব্যাংকের টাস্ক টিম লিডার আনিকা রহমান, অতিরিক্ত সচিব ও SICIP-এর এক্সিকিউটিভ প্রোগ্রাম ডিরেক্টর মোহাম্মদ ওয়ালিদ হোসেন, পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ড. মোঃ তৌফিকুল ইসলাম, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের প্রকল্প পরিচালক ড. এ.টি.এম. মাহবুব-উল-করিম, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস)-এর মহাপরিচালক ড. এ. কে. এনামুল হক এবং পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মশিয়ার রহমান। দআলোচনায় ব্র্যাক, সানেম, আইএলও, আইওএম এবং দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস-এর প্রতিনিধিবৃন্দও অংশ নেন।

বিস্তারিত পড়তে স্ক্যান করুন

বুকপোস্ট

পিকেএসএফ
ই-নিউজলেটার
অক্টোবর ২০২৬

উপদেশক : ড. একেএম নুরুজ্জামান। নির্বাহী সম্পাদক : সুহাস শংকর চৌধুরী। সম্পাদনা সহযোগী : সাবরীনা সুলতানা, হাসান মোহাঃ বেনাউল ইসলাম। অঙ্গসজ্জা : রাকিব মাহমুদ